# অগ্রগতি প্রতিবেদন

২০১৮-২০২১

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

**চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন**

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**পৃষ্ঠপোষক:**
এলআইইউপিসি, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম

**সম্পাদক:**
মোঃ সারোয়ার হোসেন খাঁন, টাউন ম্যানেজার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

**সহযোগী সম্পাদক:**
মোহাম্মদ হানিফ, সোশিও ইকোনোকিম এন্ড নিউট্রেশন এক্সপার্ট
জিয়াউর রহমান, গর্ভনেন্স এন্ডা মোবিলাইজেশন এক্সপার্ট
মার্টিন ডি সিলভা, ইনফ্রাষ্টাকচার এন্ড হাউজিং অফিসার
অনু ভৌমিক, আঞ্চলিক মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার
সাহিদা আকতার, ফাইন্যান্স এন্ড এডমিন এক্সপার্ট

**সহযোগীতায়:**
ইকবাল সানি , কমিউনিটি অর্গানাইজার
আসিফুল হক, কমিউনিটি অর্গানাইজার
অম্লান মজুমদার, কমিউনিটি অর্গানাইজার
সোহরাব হোসেন বাপ্পি, কমিউনিটি অর্গানাইজার

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার:** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

**প্রকাশকাল:** মার্চ ২০২২

ফেইসবুক: facebook/liupcp
ওয়েব সাইট: www.ccc.org.bd

# মেয়র
## চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম

## বাণী

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত নানা কারণে মানুষ আজ নগরমুখী। দ্রুত নগরায়ণ একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতিরই পরিচায়ক। দ্রুত নগরায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের একটি দ্রুত বর্ধনশীল নগরী চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম বন্দরনগরী হওয়ায় আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদেই এখানে শ্রমজীবী ও ভাসমান মানুষের বসবাস দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই শহরের জনগোষ্ঠির প্রায় এক তৃতীয়াংশ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। এই দরিদ্র জনগোষ্ঠি আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলছে। তাই চট্টগ্রামের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে দরিদ্র এই জনগোষ্ঠির সামগ্রিক কল্যাণের প্রতি আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে।

"প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" প্রকল্প নগরীর পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত এক লক্ষ পাঁচ হাজার পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ও তাদেরকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন তৈরী, জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ, আবাসন, শিক্ষা, পুষ্টিসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাসে বহুমাত্রিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করেছে এবং উন্নত সমৃদ্ধ চট্রগ্রাম বিনির্মাণের পথে প্রান্তিক জনগণের সামগ্রিক উন্নয়নের শক্ত ভিত নির্মাণ করে চলছে।

সমন্বিত প্রয়াস ও সমচিন্তা কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। চট্টগ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে এই প্রকল্পটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমানের টেকসই উন্নয়নে নগরবাসীর সমআকাঙ্খারই বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। এই প্রতিবেদনটি কেবল বর্তমান কার্যক্রমের উন্নয়ন বিবরণীই নয়, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে এবং প্রকল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটবে। প্রতিবেদনটি প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

**মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী**
**মেয়র**
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম

## প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার

# শুভেচ্ছা বাণী

আমি জেনে খুব আনন্দিত যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে বাস্তবায়নাধীন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (এলআইইউপিসি) প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১৮-২০২১ প্রকাশের এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

"প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (এলআইইউপিসি) প্রকল্প" এই ধরনের প্রকাশনা মূলক প্রতিবেদন প্রকল্প কাজের প্রকৃতি, অর্জন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন মানের পরিবর্তন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা দিবে। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, কমিউনিটি প্লাটফরম- সিডিসি-টাউন ফেডারেশন ও দাতা সংস্থা এফসিডিও এবং ইউএনডিপির সাথে পারস্পরিক সমন্বয় সাধন, যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, সম্পর্কের উন্নয়ন ও উন্নয়ন সহযোগিতা সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

আমি আশা কারি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (এলআইইউপিসি) প্রকল্পের কার্যক্রম নারীর ক্ষমতায়ন, প্রতিবন্ধী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দলিত ও হিজড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্থদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পের উন্নয়নভিত্তিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রকাশের এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। প্রকাশনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

**মোহাম্মদ শহীদুল আলম**
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
ও
সদস্য সচিব
প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (এলআইইউপিসি) প্রকল্প

# সূচী

| | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| মেয়র মহোদয়ের বাণী | ৩ |
| প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার শুভেচ্ছা বাণী | ৪ |
| প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি (২০১৮-২০২১) | ৬ |
| চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং এলআইইউপিসি প্রকল্প | ৭ |
| প্রকল্পের মূল উপাদান ও উপকারভোগী | ৮ |
| দরিদ্রবান্ধব নগর ব্যবস্থাপনা, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ | ৯ |
| কমিউনিটি উদ্যোগে সমাজভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা (ক্যাপ) প্রণয়ন | ১০ |
| নগর দরিদ্র বসতি মানচিত্র | ১১ |
| এলআইইউপিসি প্রকল্পের আওতাভুক্ত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সিডিসিসমূহ (২০১৮-২০২১) | ১২ |
| কমিউনিটি সেভিংস এন্ড ক্রেডিট কার্যক্রম | ১৩ |
| কমিউনিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি | ১৪ |
| চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি | ১৫ |
| জলবায়ু সহিষ্ণু ভৌত অবকাঠামো তহবিল | ১৬ |
| প্রকল্পের জলবায়ু সহিষ্ণু ভৌত অবকাঠামো কার্যক্রম | ১৭ |
| জলবায়ু সহিষ্ণু ভৌত অবকাঠামো | ১৮ |
| পয়ঃ বর্জ্য শোধন প্রক্রিয়া | ১৯ |
| কমিউনিটি গৃহ উন্নয়ন তহবিল | ২১ |
| স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নিশ্চিত করেছে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন | ২২ |
| আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এলআইইউপিসি | ২৩ |
| দক্ষতা বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষন ও অনুদান | ২৪ |
| পুষ্টি খাদ্য সহায়তা প্রদানে এলআইইউপিসি | ২৫ |
| আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পের কার্যক্রম | ২৬ |
| করোনা মহামারী মোকাবেলায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, কমিউনিটি উন্নয়ন ফোরাম প্রকল্পের সমন্বিত উদ্যোগ | ২৭ |
| এলআইইউপিসি প্রকল্প : চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অগ্রণী ভূমিকায় লক্ষ নগর দরিদ্রদের নতুনভাবে জীবন শুরুর আশা জাগিয়েছে | ২৮ |
| এলআইইউপিসি'র অবদান, প্রতিবন্ধকতা ও শিখনসমূহ | ৩০ |

# প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি ২০১৮-২০২১

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

## কমিউনিটি সংগঠন শক্তিশালীকরণ

- ৬৭৭৩টি প্রাথমিক দল ৪৩৬টি সিডিসি ও ২১টি সিডিসি ক্লাস্টারের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও দরিদ্র বান্ধব নগর উন্নয়নে ভূমিকা পালন
- ১,০৪,৫৪৭টি দরিদ্র পরিবারকে চিহ্নিতকরণ ও তাদের তথ্য ভান্ডার তৈরী
- পুরুষ প্রধান ৬০,৪৪১টি পরিবার
- নারী প্রধান ২১,৪৭০টি পরিবার
- তৃতীয় লিঙ্গ প্রধান ৮টি পরিবার
- প্রতিবন্ধী সদস্য ২০৭৪
- ২১৩২টি নৃতাত্ত্বিক পরিবার
- ২১৩টি কমিউনিটি কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ
- ১৮টি সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি ও ১৩৫ টি ক্রয় কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে কমিউনিটি সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা
- ১৮টি সেইফ কমিটি গঠনের মাধ্যমে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ করা।

## আর্থ-সামাজিক ও পুষ্টি অবস্থার উন্নয়ন

- ১৪১ টি এস.ই.এফ অনুদান চুক্তি
- পুরুষ উপকারভোগী ৩০৩৪ জন
- নারী উপকারভোগী ১৭,৮২৭ জন
- তৃতীয় লিঙ্গ উপকারভোগী ৫ জন
- ৭০০ জন কিশোরীদেরকে যৌন প্রজনন ও স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সেবা প্রদান করা হয়েছে
- ৮৩৯১ জন নারী ব্যবসা অনুদান পেয়ে স্বাবলম্বী হয়েছে
- ৬৮৭১ (ছেলে-২১৯৪, মেয়ে-৪৬৭৭) জন শিক্ষা বৃত্তি পেয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে
- ২৩১০ (পুরুষ-৮৪০, নারী-১৪৭০) জন দক্ষতা উন্নয়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়ে স্বাবলম্বী হয়েছে
- ২৩৭৪ জন গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদেরকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি এবং খাবার সরবরাহ করা হয়েছে
- প্রতিবন্ধী উপকারভোগী ১৫৮ জন

## দরিদ্রদের জন্য আবাসন ও অবকাঠামো উন্নয়ন

- ৬৫টি পরিবারকে জলবায়ু সহিষ্ণু গৃহনির্মাণের জন্য সহজলভ্য ঋণ প্রদান
- ১৪১৭টি জলবায়ু সহিষ্ণু ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ
- ৬১টি গভীর নলকূপ স্থাপনের মধ্য দিয়ে সুপেয় পানির ব্যবস্থা
- ২৫৯ মিটার আর সি সি সংযোগ সড়ক নির্মাণ
- ৩.১ কিলোমিটার ড্রেন এবং ২.৫ কিলোমিটার ড্রেন স্লাব নির্মাণের মাধমে দরিদ্র জনবসিত পরিবেশ উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা নিরসন
- ১১.৩২ কিলোমিটার ফুটপাত তৈরীর মাধমে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন
- ২৭০ মিটার সিঁড়ি নির্মাণের মাধ্যমে পাহাড়ের ঢালে বসবাসকারীদের চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি
- ১১৭ টি সৌর বিদ্যুৎ চালিত পথ লাইট পোস্ট নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা
- ৭৯১টি টুইন পিট শৌচাগার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র বসতির স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন
- ১২৯টি এস.আই.এফ চুক্তি ২টি সি.আর.আই.এম.এফ চুক্তির মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম

**মোট ১১.৪ কোটি টাকার অবকাঠামো নির্মাণ**

**প্রকল্প কার্যক্রমের সর্বমোট ব্যয় ৩৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা (অনুদানের পরিমাণ ১৬.৪ কোটি টাকা)**

# চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং এলআইইউপিসি প্রকল্প

গত এক দশকে নগর শাসন ও ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হলেও বাংলাদেশের নগরের চ্যালেঞ্জসমুহ এখনও অত্যন্ত ব্যাপক। 'নিম্ন আয়ের' থেকে 'মধ্যম আয়ের' অবস্থানে বাংলাদেশের রূপান্তর নিশ্চিত করতে, শহরে দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্যতাকে উপেক্ষা করা যাবে না। এই পটভূমিতে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিইডি), জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ও ফরেন, কমনওয়েলথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অরগানাইজেশন (এফসিডিও)'র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় শহরের দারিদ্র্যতা কমাতে ৫ বছর (২০১৮-২০২৩) মেয়াদী "প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প" গ্রহন করেছে।

১৮৬৩ সালের ২২ জুন 'চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি' গঠিত হয়। ১৯৮৪ সালে এর প্রশাসন ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৮ জন কমিশনারের সমন্বয়ে পরিষদ গঠন করা হয়। সে সময়ে চট্টগ্রাম শহরের সাড়ে চার বর্গমাইল এলাকা উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির আওতাধীন ছিল। জে ডি ওয়ার্ড ছিলেন চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম প্রশাসক এবং খান বাহাদুর আবদুচ ছত্তার ছিলেন প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান।
১৯৭৭ সালের ২৯ জুন চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির নাম পরিবর্তিত করে 'চট্টগ্রাম পৌরসভা' নামকরণ করা হয়। ১৯৮২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম পৌরসভাকে 'চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে' উন্নীত করা হয়। এই সময়ে এর আওতাধীন এলাকা হয় সর্বমোট ৬০ বর্গমাইল। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালের ৩১ জুলাই চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নাম পরিবর্তিত করে 'চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন' নামকরণ করা হয়।

## এলআইইউপিসি প্রকল্পের লক্ষ্য

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে শহুরে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সুষম ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে সাসটেইন্যাবল গোলস বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (যার প্রতিপাদ্য-"বাদ যাবে না কেউ") বাস্তবায়নের ভূমিকা রাখা।

### প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল

# প্রকল্পের মূল উপদান

এলআইইউপিসি প্রকল্পের ৫টি প্রধান কাজের ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১. দারিদ্র্যবান্ধব নগর ব্যবস্থাপনা, নীতি ও পরিকল্পনা জোরদার করা
২. কমিউনিটি সংগঠন সৃষ্টি ও শক্তিশালী করা
৩. দরিদ্র নারীদের দক্ষতা বাড়ানো, কর্মসংস্থান ও ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি
৪. শহরে বসবাসরত দরিদ্রদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা
৫. জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ।

## উপকারভোগী

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পটি বাংলাদেশের সেসব শহরে দরিদ্র লোকজনের দোরগোড়ায় যাচ্ছে যারা ইতঃপূর্বে সেবা পায়নি বা তুলনামূলকভাবে কম সেবা পেয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে সারা দেশের ৩৬টি সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় (১২টি সিটি কর্পোরেশন ও ২৪টি প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা) বসবাসকারী নিম্ন আয়ের ৪০ লাখ লোকের জীবনমান ও জীবনযাত্রার উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এ প্রকল্প জুলাই ২০১৮ সালে আনুষ্ঠানিকভারে যাত্রা শুরু করে এবং এর বিভিন্ন কর্মকান্ড জুন ২০২৩ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে।

অবস্থানগত কারণে যদিও অনেক অর্থনৈতিক সুবিধা চট্টগ্রামে রয়েছে, তবে শহরটি ঘুর্ণিঝড়, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, সমুদ্রের স্তর বৃদ্ধি, বন্যা এবং ভূমিধ্বসের মতো বিভিন্ন দূর্যোগ ঝুঁকিতে রয়েছে। চট্টগ্রাম এবং এর সংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চলে গত কয়েক দশকে বেশ কয়েকটি ঘূর্ণিঝড়ের সম্মুখীন হয়েছে। শহর সম্প্রসারণ ও অপরিকল্পিত নগরোন্নয়নের জন্য পাহাড় কাটা এবং বৃষ্টিপাতের কারণে গত কয়েক দশক ধরে ভূমিধস একটি ক্রমবর্ধমান মারাত্মক বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইসব এলাকার বেশিরভাগ আবাসন নিম্নমানের, অবৈধভাবে দখলকৃত জমিতে নির্মিত এবং যেখানে বাসিন্দাদের বন্যা এবং ভূমিধ্বস থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে ক্রমবর্ধমান হারে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও অতি তীব্র এবং প্রায়ই অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, সেইসাথে উপকূলীয় শহরগুলিতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি করে। চট্টগ্রাম শহরাঞ্চলের জন্য ঝুঁকি তৈরি বা বাড়িয়ে তুলছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য সাধারণভাবে নিম্ন-আয়ের জনগোষ্ঠী এবং বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মুখোমুখি হওয়ায় ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে "প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের" আওতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের দরিদ্র মানুষের দারিদ্রতা হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি থেকে দরিদ্র মানুষদের রক্ষার জন্য তেমন কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৮-২০২১ পর্যন্ত দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

## নগর দরিদ্রদের সংগঠন তৈরী ও এর মাধ্যমে তাদের নিজস্ব সমস্যা সমাধান

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ১ লক্ষ ৫ হাজারটি পরিবারকে, ৬৭৭৩টি প্রাথমিক দল (পিজি), ৪৩৬টি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি), ০১টি সিডিসি টাউন ফেডারেশন ও ২১টি সিডিসি ক্লাস্টার, গঠন করা হয়েছে। সিডিসি ভিত্তিক ১৬২টি পরিকল্পনা প্রণয়ন, কমিউনিটি ২৩৭৭ জন নেতাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অনলাইনে নিবন্ধিত পরিবার ১০৫৫৪৭টি, প্রকল্পের আওতায় নারী প্রধান পরিবার ২১১৩২ প্রকল্প আওতাভুক্ত প্রতিবন্ধী ২০৭৪ প্রকল্প আওতাভুক্ত ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ২১৩০ জন।

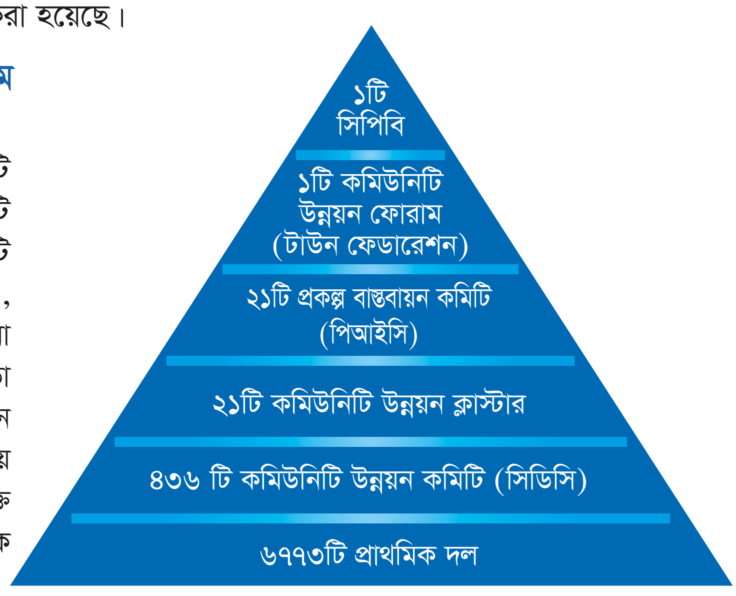

## দরিদ্র বান্ধব নগর ব্যবস্থাপনা, নীতি ও পরিকল্পনা প্রনয়ণ প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ

স্থানীয় সরকার বিভাগর কর্তৃক পরিচালিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (এলআইইউপিসি) প্রকল্প বাস্তবায়নে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও নীতি পরিচালনায় সহায়তা করছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৪১টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৪টি ওয়ার্ডে প্রকল্প কাজ চলমান এবং ১ লক্ষ ৫ হাজার পরিবারকে অর্ন্তভূক্ত করেছে। যেখানে ২১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি, ০১টি সিটি স্টিয়ারিং কমিটি, ০১টি সিটি প্রজেক্ট বোর্ড রয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ০৩টি স্থায়ী কমিটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে নীতি সুপারিশ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করছে।

| | |
|---|---|
| ১ টি নগর কেন্দ্রীক সমন্বয় কমিটি | |
| ২১ টি ওয়ার্ড কমিটি | ১ টি নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি |
| ১ টি দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি | ১ টি দারিদ্র বিমোচন ও বস্তি উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি |

### আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডঃ

আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ঝরে পড়া শিক্ষার্থী রোধ, বাল্যবিবাহ নিরসন ও কমিউনিটি পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্রতা বিমোচন ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প, চসিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন তহবিলের আওতায় ২০১৮-২০২১ সময়কালে নগরীর মোট- ৮৩৯১ জন পিছিয়ে পড়া নারীদের ক্ষুদ্র ব্যবসা অনুদান হিসেবে মোট ৭৫.৪ মিলিয়ন টাকা, ২২০ জনকে দলীয় ব্যবসার অনুদান ১.২ মিলিয়ন টাকা, ২৩১০ জন শিক্ষানবিশ উপকারভোগীদের মাঝে মোট ২৮.৫ মিলিয়ন টাকা ও শিক্ষা উপবৃত্তি অনুদান হিসেবে ৬৮৭১ জন শিক্ষার্থীকে মোট ৩৬.৮ মিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয়। তাছাড়া, অতি দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত নারীদের গর্ভকালীন ও গর্ভপরবর্তী সময়ে পুষ্টিসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুষ্টি তহবিলের আওতায় কমিউনিটি পর্যায়ে মোট ২৩৭৪ জন গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা'দের প্রতিমাসে খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম চলমান রেখেছে।

### দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহায়ণঃ

২০১৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ৬৫ জনকে ৯৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। মূলধন কম থাকায় চাহিদার তুলনায় যোগান প্রদান করা সম্ভব হয়নি। কমিউনিটি গৃহ উন্নয়ন তহবিল থেকে সহজ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করা যায় এবং ব্যাংক ঋণ নিতে অসক্ষম নগরীর হতদরিদ্র মানুষ এই ঋণ গ্রহন করতে পারে।

### জলবায়ু সহিষ্ণু ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নঃ

অবকাঠামো উন্নয়ন তহবিল জলবায়ু সহিষ্ণু মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের মাধ্যমে এই প্রকল্প আজ পর্যন্ত প্রায় ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ১২ কি.মি ফুটপাথ, ৩.৭ কি.মি ড্রেন, ২.৫ কি.মি ড্রেন স্ল্যাব, ৬১টি গভীর নলকূপ, ৭৬৫টি টুইন পিট ল্যাট্রিন, ২৬টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন, ৭৮টি কমিউনিটি বাথরুম, ১১৭টি সোলার স্ট্রিট লাইট, ১টি ছোট কালভার্ট, ২৬৪ মি. সিঁড়ি, ১৭২ মি. গাইডওয়াল, ১টি ডিওয়াটস এর কাজ হাতে নিয়েছে যার মধ্যে ৮০ ভাগ কাজ সমাপ্ত হয়েছে ।

### প্রকল্পের উপকারভোগী

| | | |
|---|---|---|
| ১০৭৭৬৮ কমিউনিটি মোট সমন্বিত খানা | ১০৫৩৩৭ নিবন্ধিত প্রাথমিক দলের সদস্য সংখ্যা (খানা) | ২১১৩৫ নারী প্রধান খানা |
| ২১৩৮ জাতিগত সংখ্যালঘু খানা | ৭৭৮৪ প্রতিবন্ধি সদস্য খানা | ৩.৬৯ খানার গড় সদস্য সংখ্যা |

# কমিউনিটি উদ্যোগে সমাজভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা (ক্যাপ) প্রণয়ন

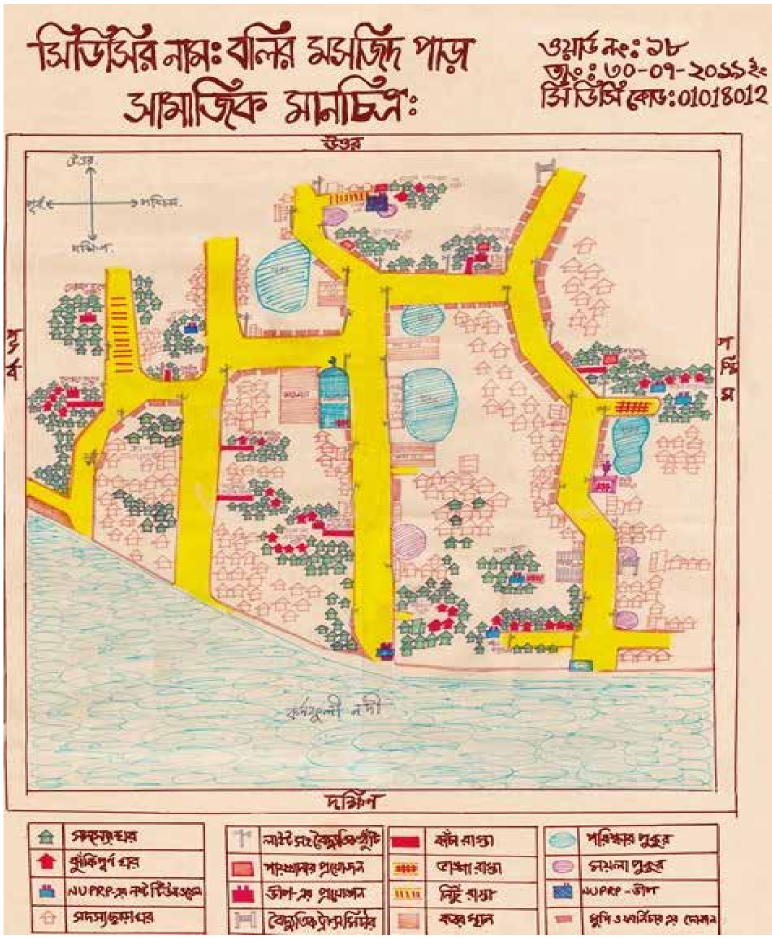

কমিউনিটির উদ্যোগে
কমিউনিটি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

সিডিসি নেতৃবৃন্দ মাননীয় মেয়র, ব্রিটিশ হাইকমিশনার এবং ইউএনডিপি রেসিডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভসহ আগত প্রতিনিধি দলকে ক্যাপ সম্পর্কে অবহিত করছেন

# নগর দরিদ্র বসতি মানচিত্র

## চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

| দরিদ্রের শ্রেণি | দরিদ্র বসতি | দরিদ্র্য খানার সংখ্যা | দরিদ্র জনসংখ্যা |
|---|---|---|---|
| হত দরিদ্র | ৭৮ | ১৫৫৫৮ | ৭৬২৭৮ |
| খুব দরিদ্র | ৪৩২ | ৭৪০৭৯ | ৩৬৭৩৭৯ |
| মোটামুটি দরিদ্র | ৮৩০ | ১৪১০৫৬ | ৬৭৮০৬২ |
| অপেক্ষাকৃত কম দরিদ্র | ৫২৮ | ৬৬৭৬২ | ৩১১৯৬২ |
| মোট | ১৮৬৮ | ২৯৭৪৫৫ | ১৪৩৩৬৮১ |

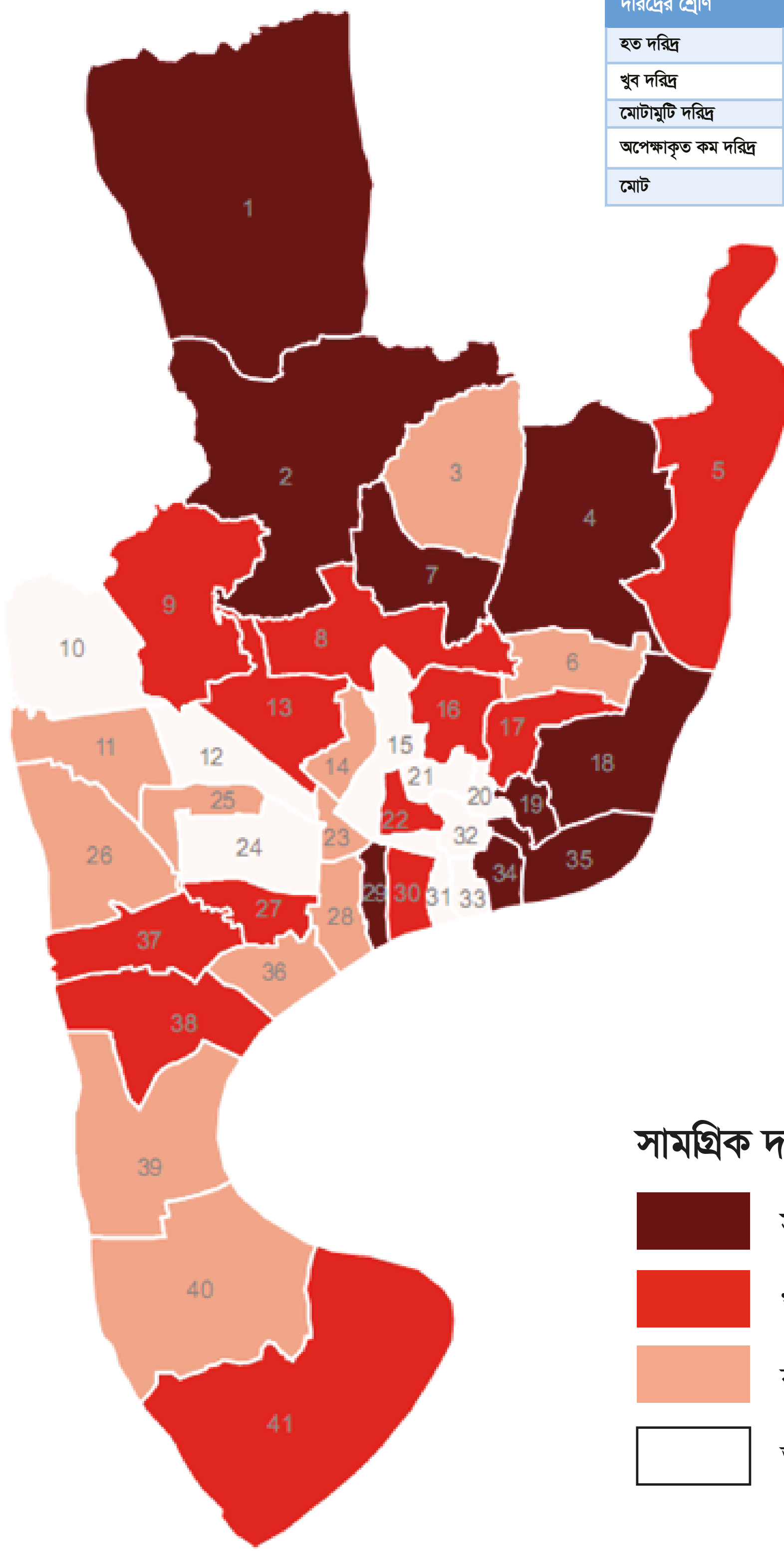


**সামগ্রিক দারিদ্রতা সূচক**

- সংকটাপন্ন উন্নয়ন
- খুব কম উন্নয়ন
- কম উন্নয়ন
- তুলনামূলক উচ্চ উন্নয়ন

*সূত্র: অংগ্রহণমূলক দারিদ্রতা সমীক্ষা, সিসিসি-২০১৭*

## এলআইইউপিসি প্রকল্পের আওতাভুক্ত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সিডিসিসমূহ (২০১৮-২০২১)

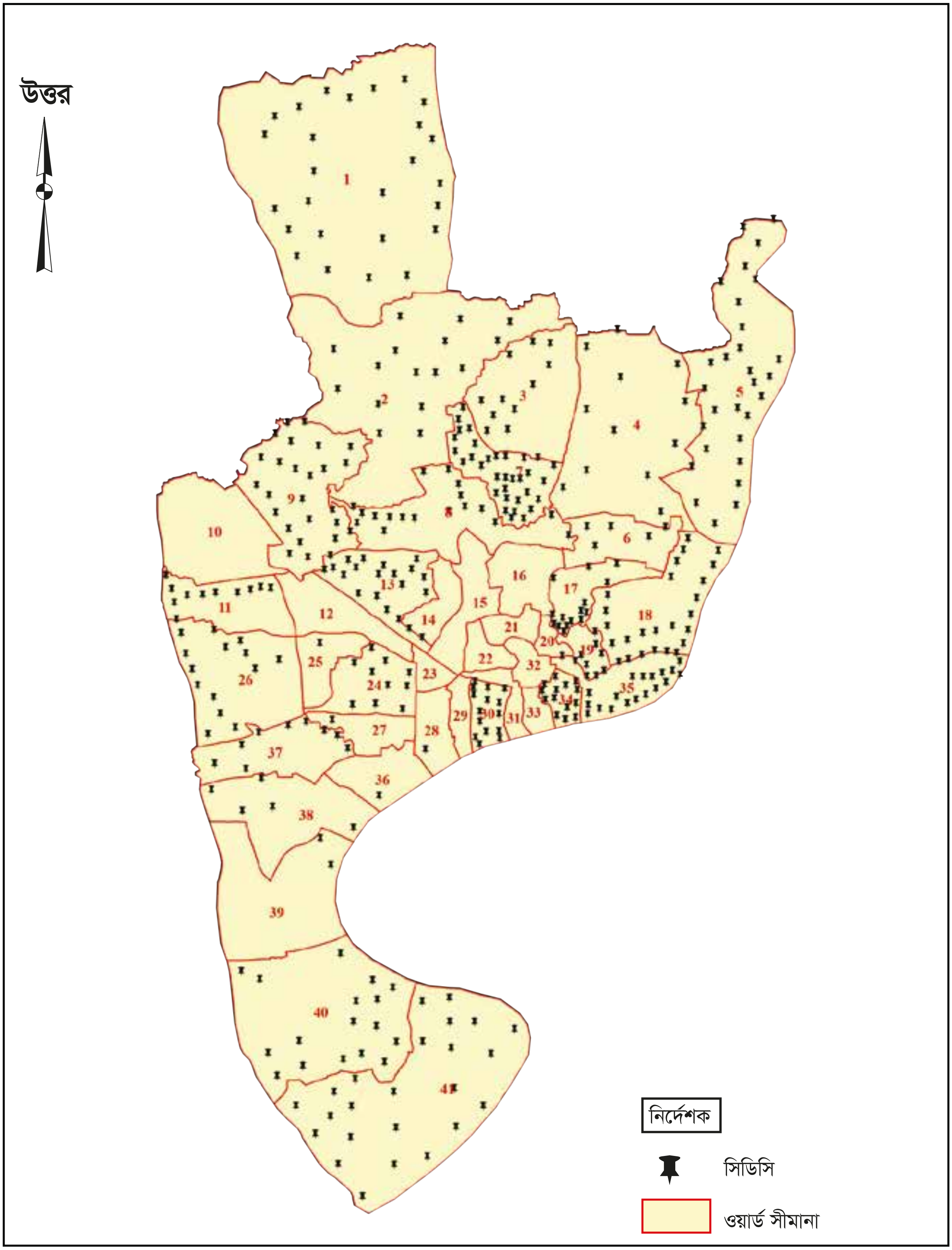

# কমিউনিটি সেভিংস এন্ড ক্রেডিট কার্যক্রম

সিডিসির ৪২৫৭ জন সদস্য তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাচ্ছে এবং খুব সহজ উপায়ে পুঁজি গঠন করে উন্নত জীবনের উপায় বের করছে। খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, তারা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুদ দেয় না, তারা নিজস্ব তহবিল ব্যবহার করে নিজেদের মধ্যে মুনাফা ভাগ করে নেয়।

- মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ- ৭.৬৬ কোটি টাকা
- মোট ঋণস্থিতির পরিমাণ- ১৬.৬ কোটি টাকা
- প্রতিবন্ধী পিজি সদস্য- ১২০১
- সঞ্চয়ভুক্ত প্রাথমিক দল- ২৯৯১ টি
- সঞ্চয়ভুক্ত প্রাথমিক দলের সদস্য- ৪৬৮৬৩ জন

## রানু বেগমের সবজি ব্যবসা

রানু বেগম (৪৫), চাক্তাই নতুন ব্রিজ সিডিসির সদস্য। তার স্বামীর নাম আনিস মিয়া। তার দুটি ছেলে। তিনি নিয়মিত সঞ্চয় করেন। সবজির ব্যবসা শুরু করতে সিডিসি থেকে ১৫০০০ টাকা ঋণ উত্তোলন করেন। তিনি এই ব্যবসায় সফল হন এবং সঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধ করেন। ব্যবসার সফলতায় সংসারে দৈনিক আয় বেড়ে যায়। এই কাজে তার স্বামী উৎসাহ দেন ও পরিবারে সম্মানীত বোধ করেন। সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ, পোষাক ও প্রয়োজনীয় আবদার মিটাতে পারায় তারাও খুব খুশী। পরিবারের সকলের উৎসাহে ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য তিনি আবার ৩০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এইবারে প্রতিদিন কমপক্ষে ৫০০ টাকা উপার্জন করেন যা তার এবং তার পরিবারের ভাল থাকার জন্য যথেষ্ট। এখন তার পরিবারের সদস্যরা তাকে সম্মান ও গুরুত্ব দেয়। গুরুত্বপূর্ণ কেনাকাটা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় তার মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সবজি ব্যবসার আয় থেকে পুষ্টিকর খাবার ও চিকিৎসা খরচ বহন করে। তিনি নিয়মিত সিডিসি মিটিং এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পারিবারিক নির্যাতন বন্ধে কাজ করছে। বর্তমানে তার পুজি বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১ লক্ষ টাকা হয়েছে। বর্তমানে তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী ও এখন আর্থিকভাবে স্বাধীন।

## সফল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আনোয়ারা বেগম

আনোয়ারা বেগম ৪০ নং ওয়ার্ডের মাইজপাড়া দঃ সিডিসির সঞ্চয়ী সদস্য। সিডিসি থেকে ১০০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ছোট ব্যবসা শুরু করেন এতে তার ব্যবসার সফলতায় লাভের টাকায় কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করেন। কিন্তু তার অভাবের সংসারে এই টাকা দিয়ে ৫ মেয়েসহ ৭ জনের সংসার চালানো তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। এমন অবস্থায় তার স্বামীর সাথে পরামর্শ করে একটি অটোরিকশা ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ৫০০০০ টাকা ঋণ নিয়ে একটি অটোরিক্সার ক্রয় করে এতে দৈনিক আয় থেকে যথাসময়ে সমস্ত কিস্তি পরিশোধ করেন এবং সংসারের আগের অভাব ও দূরাবস্থা পরিবর্তন করে পরিবারের সবাইকে নিয়ে অনেক ভালো জীবনযাপন করছে। ইতিমধ্যে ৩ টি মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। এখন তার পরিবারের সদস্যরা তাকে সম্মান ও গুরুত্ব দেয়। গুরুত্বপূর্ণ কেনাকাটা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় তার মতামত নেওয়া হয়। অটোরিক্সার আয় থেকে পুষ্টিকর খাবার ও চিকিৎসা খরচ বহন করে। তিনি নিয়মিত সিডিসি মিটিং এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছেন। তাকে দেখে অন্যরা অনুপ্রাণিত হচ্ছে।

# কমিউনিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্থানীয় পর্যায়ে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতি ও পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলা করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কমিউনিটি উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগকালীন সময়ে আবহাওয়ার পূর্বাভাস মাইকিংয়ের মাধ্যমে কমিউনিটিতে প্রচার করে। করোনা মহামারী ও ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাষ প্রদানে এই সদস্যরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

## কমিউনিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল এর উদ্দেশ্য

- ক্লাস্টার এবং সিডিসি দ্বারা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন করে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারে দ্রুত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া
- বিত্তশালী, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন করা ও সহযোগিতা সংগ্রহ করা
- নিজেদের মধ্যে পারস্পারিক সহমর্মিতার মাধ্যমে ক্লাস্টার এবং সিডিসির নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো

জলাবদ্ধতা, ঘূর্ণিঝড়, ভুমিধ্বস, অগ্নিকান্ড চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় দরিদ্র বসতিগুলির জন্য প্রধান দুর্যোগ। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলি তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য সিডিসি ক্লাষ্টারগুলো নিজেদের সামর্থ অনুসারে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। কমিউনিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠনের কাজটি প্রথম শুরু করেন সিডিএফ (টাউন ফেডারেশন)-এর সভানেত্রী কোহিনুর আক্তার।

### নূর আক্তার এখন স্বাভাবিক জীবনে

সিএইচডিএফ-এর ক্যাশিয়ার নূর আক্তার (৪০), গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যায় পড়েছিলেন, অস্ত্রোপচারের দরকার পড়ে। কিন্তু তার স্বামী খরচ বহন করতে অক্ষম, তাকে হাসপাতালের বিছানায় চিকিৎসার জন্য অপেক্ষা করা করতে হয়েছিল। সিডিসি নেতারা তথ্য পেয়েছেন এবং আর্থিকভাবে সাহায্য করার অনুরোধ পেয়ে ক্লাস্টার নেতাদের বিবেচনা করার আবেদন করে এবং তার জন্য ১০০০০ টাকা সংগ্রহ করে। চিকিৎসা শেষে এখন সে ভালো আছে। নূর আক্তার বলেন, **"আমার সহকর্মী নেতাদের সমর্থন আমি কখনোই ভুলে যাই নি, আমি আমার মতো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা করি।"**

### সুস্থ হয়ে ফিরেছে কামরুল

কামরুল ইসলাম ১৫, জাকিয়া বেগমের প্রতিবন্ধী পুত্র। জাকিয়া বেগম, ৩০ নম্বর ওয়ার্ড ক্যাশিয়ার। কামরুল ইসলাম একদিন খুব খারাপভাবে দুর্ঘটনা ঘটায়, তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল এবং তার চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন ছিল। জাকিয়াা খরচ বহন করতে পারে না, তিনি আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিলেন। ওয়ার্ড ২৬ এর নেতারা নগদ ২০০০ এবং ৬০০ টাকার খাদ্য সামগ্রীতে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। এখন কামরল ভালো আছে।

### নারী নেতৃত্বের উজ্জ্বল নক্ষত্র ঃ কোহিনুর

কোহিনুর আক্তার (৪২) জন্ম নগরীর ১০ নং ওয়ার্ডের্র কাট্টলীতে। এসএসসি পাশের পর আর লেখাপড়া করতে পারেন নাই, বিয়ে করতে হয় ১৬ বছর বয়সেই। বিয়ে সূত্রে ২৬ নং ওয়ার্ডের মোল্লা পাড়ায় বসবাস। বর্তমানে ২ সন্তানের জননী। পরিবারটি দরিদ্র কিন্তু ধর্মীয় রীতিনীতিতে মেয়েদের বাড়ির বাইরের কাজে অংশ নেয়া নিষেধ না থাকলেও কেউ বাড়ির বাইরে বা মহল্লার কোন কাজে সম্পৃক্ত হতো না। স্বামী পেশায় পরিবহণ শ্রমিক হওয়ায় তার কাছ থেকে কিছুটা উৎসাহ না পেলেও বাঁধা পায়নি। তিনি তার বাড়ীর অন্য মেয়েদের সাথে মিশতে শুরু করেন এবং তাদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলেন।

কোহিনুর কিশোরী বয়স থেকেই ছিল পরপোকারী ও সহযোগিতায় বিশ্বাসী মেয়ে। ঐ বিশ্বাস থেকেই তাকে নারীদের উন্নয়নে কাজ করতে আগ্রহী করে তুলে। এমনি সময়ে ২০০৭ সালে ইউএনডিপি ও এফসিডিও তৎকালীন ইউকেএইড-এর অর্থায়নে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত কমিউনিটি উন্নয়ন কাজের খোঁজ পান। তাদের সাথে যোগাযোগ করে তার নিজ মহল্লায় একটি দল বা সিডিসি গঠনের উদ্যোগ নেন ও গড়ে তুলেন মোল্লা পাড়া সিডিসি। সেখানে প্রাথমিক দলের সদস্য থেকে সিডিসির সভাপতি হন। সিডিসির নানামুখী উন্নয়ন কাজের সফলতার পাশাপাশি আরো কয়েকটি সিডিসি গঠন করে দেন। তার নেতৃত্বে সিডিসির সঞ্চয় ও ঋণ তহবিলের মাধ্যমে অনেকের আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূর করেন। এর পরে তাকে আর পিছনে তাকাতে হয় নি। এভাবে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটতে থাকে এবং ২০২০ সালের টাউন ফেডারেশনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে সভানেত্রী নির্বাচিত হন। তিনি টাউন ফেডারেশনের নেত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর তার সংগঠন নিয়ে নগরীর ২৪ টি ওয়ার্ডের সব কয়টিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন এবং সিডিসি এবং ক্লাষ্টার পর্যায়ের কোন প্রকার দ্বন্ধ থাকলে তা মিটিয়ে সাংগঠনিকভাবে কাজ করতে ঐক্যবদ্ধ করেন। বর্তমানে নগরীর ৪২৫ টি সিডিসির ১ লক্ষ ৫ হাজার পরিবার একত্রিত হয়েছে। তিনি সিডিসি পর্যায়ে সমস্যা বিশ্লেষণ করে কর্ম-পরিকল্পনা তৈরীতে সিডিসি নেত্রীদের উৎসাহিত করেন। বাল্য বিবাহ ও নারী নির্যাতন বন্ধে উদ্যোগী ভূমিকা রেখেছেন। ইতিমধ্যে ১৬টি বাল্য বিবাহ ও ৪৩ নারী নির্যাতন ও পারিবারিক কলহ মিটিয়ে সংসার টিকিয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি ওয়ার্ড পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এছাড়া তিনি এলআইইউপিসি প্রকল্পের সিটি ষ্টিয়ারিং কমিটি ও জাতীয় ষ্টিয়ারিং কমিটিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছেন। তিনি নিজ উদ্যোগে গঠন করেছেন কমিউনিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল যা সব কয়টি ওয়ার্ডে চলমান ও যেকোন দুর্যোগে ক্লাষ্টার ও ফেডারেশন এগিয়ে সহায়তা করেন যা সকলের নিকট প্রশংসা কুড়িয়েছে।

## চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি

১. বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২.৪ সেলসিয়াস হতে বেড়ে ৩.২ সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। ২. অনিয়মিত ও অতিবৃষ্টি হওয়া। ৩. শীত কালে এবং প্রাক-বর্ষায় বাতাসে আর্দ্রতা বেড়ে যাওয়া। ৪. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৪১টি ওয়ার্ডে ভূমিধ্বস, নদী ভাংগন, সমুদ্রের তলদেশের উচ্চতা বৃদ্ধি, বন্যা এবং জলাবদ্ধতার মতো দূর্যোগ ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে ৫. সমুদ্র তলদেশের উচ্চতা ১ (এক) মিটার বাড়লে চট্টগ্রাম নগর বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস এবং ভূমিধ্বসের মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দূর্যোগের শিকার হবে।

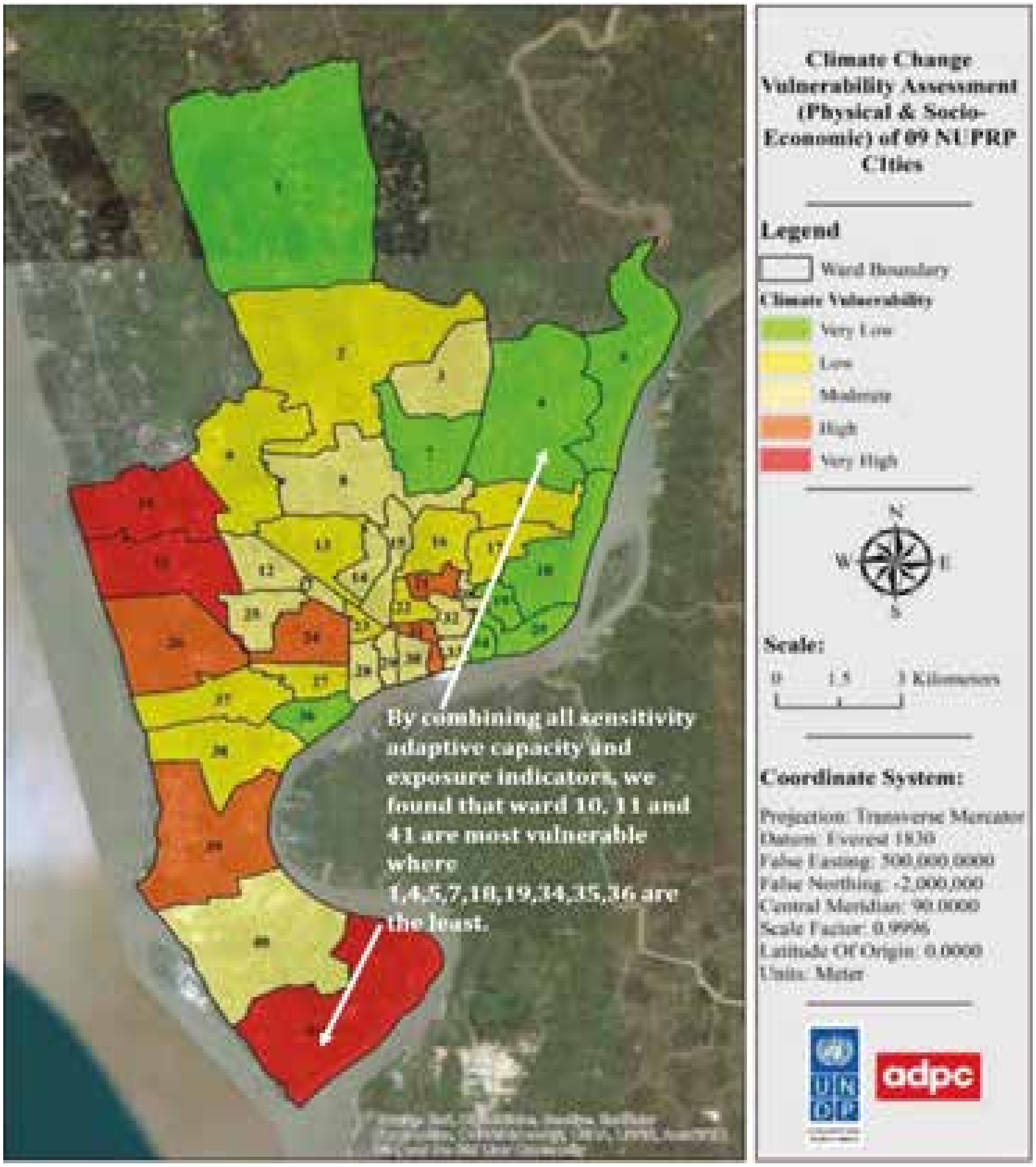


চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২৬, ৩৪, ৩৫, ৪০ এবং ৪১ ওয়ার্ড সবচেয়ে বেশি দূর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ।

# জলবায়ু সহিষ্ণু পৌর অবকাঠামো তহবিল

ছোট্ট একটি পরিকল্পনা আর ৭০০ পরিবারের দুর্যোগ মোকাবেলায় বিজয় নগর ছড়ারপাড় সিডিসি, ওয়ার্ড নং ৯। কমিউনিটিটি চট্টগ্রামের যতগুলো ঝুঁকিপূর্ন কমিউনিটি আছে তার মধ্যে অন্যতম। পাহাড়ের ঢালে বসবাসরত বেশীরভাগ মানুষ এখানে শরণার্থী হিসাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্থ হতদরিদ্র পরিবার। বর্তমানে এই কমিউনিটিতে ৭০০ পরিবারের বসবাস। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে দরিদ্র এই সকল পরিবার গুলো প্রকৃতির সাথে দুর্যোগ মোকাবেলা করে। চট্টগ্রাম বরাবরই অতিবর্ষণপ্রবন এলাকা। বর্ষা মৌসুমে একটু বেশী বৃষ্টি হলেই পাহাড়ী ঢল এসে এই সকল বাড়ীঘরে প্রবেশ করে। পাশাপাশি তাদের ব্যবহৃত টয়লেট-এর মানববর্জ্য এই পানিতে মিলেমিশে একাকার হয়ে বাড়ী ঘরে প্রবেশ করে এবং এই কমিউনিটির সাথে লাগোয়া ফয়েজ লেক এ সরাসরি পড়ে। যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক। মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্য দিয়েই কমিউনিটির এই সকল পরিবারের জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল, রোগ বালাই যেন লেগেই থাকে। দীর্ঘদিন এভাবেই ঝুঁকিপূর্ণভাবে বসবাস করার পর কমিউনিটির লোকজন এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের- জলবায়ু সহনশীল মিউনিসিপ্যাল অবকাঠামো তহবিল এর সহায়তায় একটি পরিবেশ বান্ধব সমন্বিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় যে পরিকল্পনায় সিটি কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ারিং টিমও যুক্ত হয়।

পরিকল্পনার মধ্যে ২১৮৮ ফুট দুর্যোগ সহনশীল ড্রেন এবং তার উপর রাস্তা সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাড়ীর টয়লেটের লাইনকে একসাথে যুক্ত করে মানববর্জ্য পরিশোধনাগারের মাধ্যমে পানি আকারে ফয়েজ লেকে ছেড়ে দেয়া, এছাড়াও পাহাড়ের উঁচু প্রান্তে যাদের বসবাস তাদের জন্য ২১১৬ ফুট ঢালু রাস্তা ও সংযোগ ড্রেন কোথাও কোথাও বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, শিশু ও গর্ভবতী নারীদের জন্য সিঁড়ি যা এই কমিউনিটির জন্য সম্পূর্ন পরিবেশ বান্ধব একটি পরিক্ষামূলক প্রকল্প। বর্তমানে প্রকল্পটির কাজ চলমান আছে যার ৫০ শতাংশ শেষ হয়েছে।

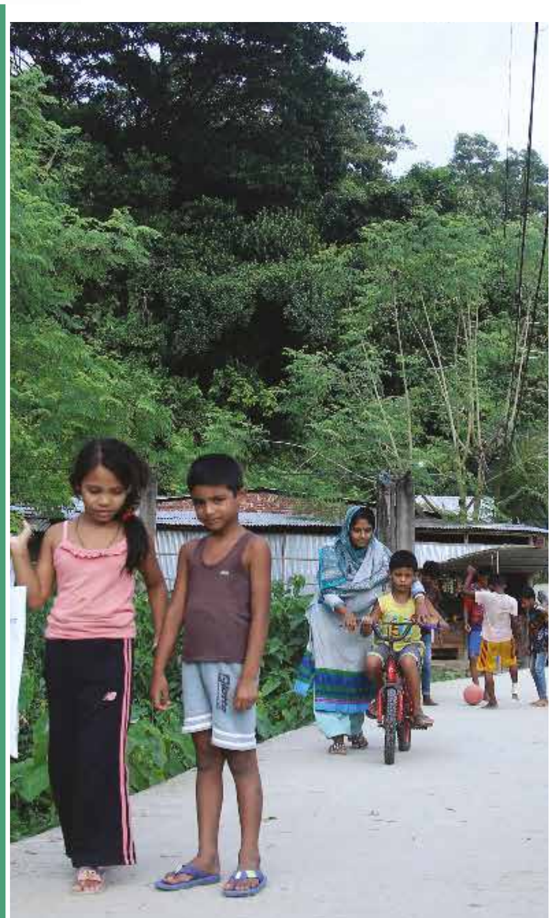

জলবায়ু সহিষ্ণু ড্রেন ও রাস্তার সমন্বয়ে সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ৯নং বিজয়নগর ছড়ারপাড় সিডিসি গড়ে উঠেছে আধুনিক কমিউনিটি

**বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম**

জলাবদ্ধতা চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার অন্যতম প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে পলিথিনের অবাধ ব্যবহার এবং যত্রতত্র উক্ত পলিথিন ফেলা। যার ফলে নর্দমার মূখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং নর্দমার স্বাভাবিক পানি প্রবাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে অতিরিক্ত বৃষ্টিতে নগরে তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এতে করে নর্দমাগুলো নগরবাসীর জন্য মরণফাঁদ হয়ে দাড়িয়েছে। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য প্রকল্পের উদ্যোগে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কমিউনিটি পর্যায়ে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে উদ্ধুদ্ধকরণ কর্মসূচীর পাশাপাশি, পলিথিন অপসারণের বিভিন্ন কার্য়ক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

# প্রকল্পের জলবায়ু সহিষ্ণু ভৌত অবকাঠামো কার্যক্রম

অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারীর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস এই সিঁড়ি

ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক কাম রাস্তা

## বৃক্ষরোপন কার্যক্রম

প্রকল্পের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বৃক্ষরোপন ও বিন্না ঘাস রোপণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় কমিউনিটি উন্নয়ন কমিটির নেতৃবৃন্দ ও জনগণের উদ্যোগে নদীর পাদদেশে বৃক্ষ ও পাহাড়ের পাদদেশে বিন্না ঘাস রোপণের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়।

কমিউনিটির উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী উদ্বোধনে মেয়র মহোদয়

# জলবায়ু সহিষ্ণু ভৌত অবকাঠামো

৮নং ওয়ার্ড প্রফেসর কলোনী সিডিসি'তে নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা

প্রযুক্তিগত দিকনির্দেশনা এবং আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে চট্টগ্রামের ২৪টি ওয়ার্ডের দরিদ্র মানুষের প্রয়োজন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের সুবিধার্থে নিম্ন আয়ের দরিদ্র মানুষের জন্য ২০১৯ সাল থেকে এই পর্যন্ত প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ১২ কি.মি ফুটপাত, ৩.০ কি.মি ড্রেন, ২.৫ কি.মি ড্রেন স্ল্যাব, ৬১টি গভীর নলকূপ, ৭৬৫টি টুইন পিট ল্যাট্রিন, ২৬টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন, ৭৮টি কমিউনিটি বাথরুম, ১১৭টি সোলার স্ট্রিট লাইট, ১টি ছোট কালভার্ট, ১৪৫ মি. সিঁড়ি, ১৯ মি. গাইডওয়াল এর কাজ হাতে নিয়েছে যার মধ্যে ৮০ ভাগ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এই সকল সার্ভিসের মাধ্যমে ১৬৫৬৭৪ জন দরিদ্র মানুষকে উপকার করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে প্রায় ৬৯ শতাংশ পরিবারে ওয়াসার পানির ব্যবস্থা নেই। এই সংখ্যা নিম্ন আয়ের বসবাস এলাকায় আরো বেশি, যার ফলে পানিবাহিত রোগে এই সকল মানুষ প্রায়শই আক্রান্ত হতো। খাবার পানির জন্য অনেক টাকা ব্যয় করতে হতো। যার অনেকটায় মধ্যস্বতঃভোগীদের হাতে চলে যেত। অথচ একজন ধনী মানুষের চেয়ে বেশী পরিমান টাকা ও সময় ব্যয় করে একই পানি সংগ্রহ করছে তথাপি দরিদ্র মানুষটি ঐ পরিমান নাগরিক সুবিধা পাচ্ছে না। এই অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে ৫১টি গভীর নলকূপ স্থাপন করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে কাছাকাছি কয়েকটি স্থানে সরবরাহ করা হয়েছে যার দ্বারা ২৫০০ পরিবারকে বিশুদ্ধ খাবার পানির সহায়তার আওতায় আনা হয়েছে।

কমিউনিটি পর্যায়ে অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা জনমনে স্বস্তি প্রদান করে

হতদরিদ্র এই সকল এলাকায় কমিউনিটির লোকেরা অগ্নিনির্বাপনের জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহন করে ফলে ফায়ার হাইড্রেন্ট প্রযুক্তিটি গভীর নলকূপের সাথে সংযুক্ত করা হয়। যার মাধ্যমে বিপদকালীন সময় খুব সহজেই পানি সরবরাহ করে অগ্নিনির্বাপন করা যাবে। এ বিষয়ে হাতে কলমে তাদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। ফায়ার হাইড্রান্টের মাধ্যমে জল সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং স্থাপনের পরও সেই সব কমিউনিটির মধ্যে ফায়ার ড্রিলও করা হয়। যাতে নিম্ন আয়ের বাসিন্দারা প্রয়োজনের সময় সুবিধামত ব্যবহার করতে পারে।

"যেহেতু আমাদের কমিউনিটির মানুষ একে অপরের সাথে গাদাগাদিভাবে বাস করে, তাই ফায়ার হাইড্রান্ট এই সকল মানুষের জন্য অগ্নিনির্বাপনের তাৎক্ষণিক সমাধান হতে পারে"। এমনকি এটি ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের গভীর নলকূপ থেকে সীমাহীন পানি সরবরাহ করতে সাহায্য করতে পারে। নিসন্দেহে জীবন রক্ষা পাবে।

**লিপি আক্তার**

৩৪ নং ওয়ার্ডের প্রাথমিক দলের সদস্য

# DEWATS Technology (পয়ঃ বর্জ্য শোধন প্রক্রিয়া) : Decentralized Wasteward Treatment System

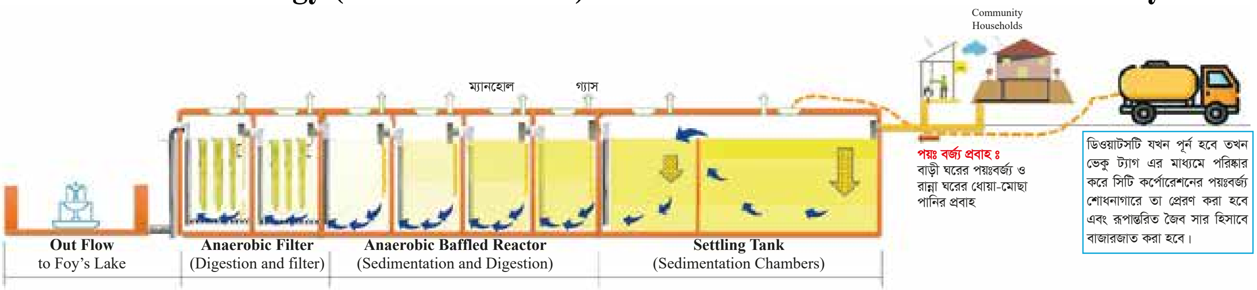

ব্রিটিশ হাইকমিশনার ডি ওয়াটস প্রকল্প উদ্বোধন করেন এবং আগত প্রতিনিধি দলকে প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করা হয়

মানববর্জ্য অপসারণে প্রকল্প প্রদত্ত ভ্যাকুট্যাগ

কমিউনিটি পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে মানব বর্জ্য অপসারণের জন্য ৪টি ভ্যাকুট্যাগ প্রদান করা হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির তদারকিতে এগুলো কমিউনিটিতে ল্যাট্রিনগুলোর হতে মানব বর্জ্য অপসারণে কাজ করছে।

এসআইএফ কন্ট্রাক্টের আওতায় কাঁঠাল বাগান সিডিসি'তে নির্মিত কালভার্ট

পাহাড়ের ঢালে নির্মিত ফুটপাত

## জলবায়ু সহনশীল ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম

**৮১৮**
স্যানিটেশন সুবিধা

**১৬৪৩৭**
ফুটপাত, রাস্তা, ড্রেন ও ড্রেন স্লাবের দৈর্ঘ্য (মিটার)

**১৪২২**
মোট অবকাঠামোর সংখ্যা

**১০৬**
মোট চুক্তি মুল্য (মিলিয়ন টাকা)

**৪**
পরিচালনা এবং সংরক্ষন তহবিল (মিলিয়ন টাকা)

**৫৮৮২৩০**
মোট উপকারভোগী

**১৩৬**
অবকাঠামো উন্নয়ন চুক্তিপ্রাপ্ত মোট সিডিসির সংখ্যা

**৩৬৩৪২০**
নারী উপকারভোগী

**২২৪৮১০**
পুরুষ উপকারভোগী

**৫৮৮৯**
উপকারভোগী (প্রতিবন্ধিসহ)

# কমিউনিটি গৃহ উন্নয়ন তহবিল

কমিউনিটি গৃহ উন্নয়ন তহবিল, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু গৃহ নির্মাণে ২০১৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ৬৫ জনকে মোট ৯৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা সহজলভ্য ঋণ প্রদান করেছে এবং দরিদ্র গৃহহীন মানুষদের স্বল্প পরিসরে বসবাসের একটি নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করেছে। ২০২২ সালে কমিউনিটি গৃহ উন্নয়নের নিজস্ব তহবিল থেকে নতুন ৫ জনকে সহজলভ্য ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে দুই জনের গৃহ নির্মান সম্পন্ন হয়েছে এবং অপর তিন জনের গৃহ নির্মান কাজ চলমান।

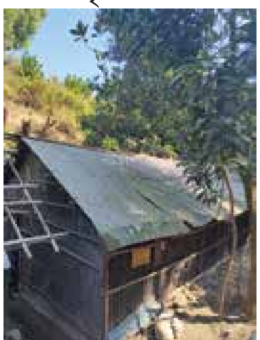

পুর্বের অবস্থা

পরের অবস্থা

## গৃহ উন্নয়ন তহবিল থেকে ঋণ পেয়ে পুষ্প চৌধুরী আজ নতুন গৃহে

“আমি পুষ্প চৌধুরী, প্রান্তিক জনগোষ্টির জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের গৃহ উন্নয়ন তহবিল থেকে আমি এই তহবিলের মাধ্যমে স্বল্প সুদে সহজ শর্তে ২.৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহন করি। টাকাটা দিয়ে আমি আমার সেমিপাকা বাড়িটি নির্মাণ করি। আমি জেলে পল্লীতে কাজ করে ঋণের টাকা শোধ করেছি। পরবর্তীতে আমি ঋণ শোধ করে আবারও ২ ধাপে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা একই তহবিল থেকে ঋণ গ্রহন করি এবং একতলার দুই ইউনিট বাড়ির কাজ শেষ করেছি, আর ঋণের টাকাও শোধ করেছি। আবার বাড়ির এক ইউনিট ভাড়াও দিয়েছি যেখান থেকে প্রতি মাসে ২ হাজার টাকা আয় হয়। এখন আর আমাকে বৃষ্টি কিংবা জোয়ারের পানি কোনটা নিয়েই ভাবতে হয় না। অনেক ভাল আছি।”

### গৃহ উন্নয়ন তহবিল থেকে ঋণ পেয়েছেন প্রতিমা চৌধুরী

“২০১৪ সাল কমিউনিটি গৃহ উন্নয়ন তহবিল থেকে তিন ধাপে ৭ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে আমার স্বপ্নের বাড়ীটি দোতলা পর্যন্ত করি। নিচ তলাটা ভাড়াও দিয়েছি। আর সে টাকা দিয়েই ঋণ পরিশোধ করছি।” - প্রতীমা চৌধুরী

## নিরাপদ আবাসনের জন্য উদ্যমী আনোয়ারা

পূর্ব তুলাতলী, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ২নং গেইট রেল লাইন সংলগ্ন হওয়ায় জমির মালিকানা নেই শুধু ভোগ দখল বা অস্থায়ী ভাড়া স্বত্ত্বে বসবাস করছে। তাই তাদের প্রতিদিন নিদ্রায় যেতে হয় এক অনিশ্চিত উচ্ছেদ আতংক নিয়ে। এমনি একজন আনোয়ারা আলম (৪২)। তিনি এ এলাকায় বসবাস করছেন জন্মলগ্ন থেকে। তিনি দরিদ্র বসতি এলাকায় মানুষের জীবনমান উন্নয়ন নিয়ে সর্বদাই ভাবেন ও কাজ করেন। পাশাপাশি গড়ে তোলেন বসতি ভিত্তিক উন্নয়ন কমিটি যেখানে প্রতি পরিবার থেকে এক জনকে প্রাথমিক দলে অর্ন্তভুক্ত করেন। যাদের সকলেই নারী। তাদের নিয়ে নিজেদের সমস্যা অনুধাবন, বিশ্লেষণ, সমাধানের উপায় ও কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করে কাজ করে চলেছেন। পেয়েছেন অনেক সফলতা, ফুটিয়েছেন হাসি অনেক পরিবারের। কিন্তু একটি বিষয় এখনও তাদের সমাধানের বাইরে থেকে গেছে। তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে অনিশ্চিত আতংক সেটি হলো স্থায়ী ভোগ দখল স্বত্বহীন বসতি। আবারো বসে আলোচনায় কি করা যায়, মাথা গুজার, সবাই মিলে একত্রিত হয়ে উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত করার উদ্যোগ নেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে দাবী জানান আর এ কাজে অগ্রনী ভূমিকায় থাকেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের নারী সদস্যসহ আনোয়ারা সফলও হন। গত ২৪/১০/২০১৯ তারিখে উচ্চ আদালত থেকে ০৬ (ছয়) মাসের উচ্ছেদ কার্যক্রম স্থগিতাদেশ লাভ করেন। কিন্তু রাষ্ট্রের কাজে তাদের দাবী এটুকু নয়, তারা চায় স্থায়ী বসবাসের নিশ্চয়তা।

পুর্বের অবস্থা

পরের অবস্থা

গৃহ নির্মাণ/মেরামত এর লক্ষ্যে গৃহ উন্নয়ন ঋণ সহায়তা বিজয়নগর ছড়ার পাড়

## স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নিশ্চিত করেছে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন

এলআইইউপিসি প্রকল্পের আওতায় ৭৬৫ টুইন পিট ল্যাট্রিন, ৯টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন, ৫৫টি কমিউনিটি বাথরুম নির্মানের মাধ্যমে ৫৫০০ পরিবারকে স্বাস্থ্যসম্মত জয়বায়ু সহিষ্ণু স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন আর আগের মতো মানুষ অসুস্থ হয় না।

সৌর বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত চাক্তাই সিবিচ সিডিসি

শহরেরে দরিদ্র জনগোষ্ঠী যেখানে বসবাস করে সেখানে সাধারণত বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকে না। ফলে নানা রকম অসামাজিক কাজ এখানে ঘটতো। তাছাড়া, নারীদের চলাচলও ছিল অনিরাপদ। এই পরিস্থিতির হাত থেকে রেহায় পাওয়ার জন্য কমিউনি-টির লোকজন এর সহায়তায় রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের অবকাঠামো উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে রাস্তায় সোলার লাইটের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে রাতে চলাচল করা অনেক সহজ হয়ে গেছে। আগের পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। এখন মানুষ রাতের বেলা হাঁটার সময় ড্রেন বা কর্দমাক্ত রাস্তায় আর পড়ে না। নারীরা রাতে নিরাপদে তাদের কর্মস্থল থেকে সহজেই নির্ভয়ে বাড়ি ফিরতে পারে।

## মসজিদ ঘোনা দক্ষিণ সিডিসি'তে নিরাপদে পাহাড়ের পাদদেশে চলাচলের জন্য সিঁড়ির ব্যবস্থা

পাহাড়ের উপর অতি দরিদ্র মানুষের জনবসতি গড়ে উঠেছে, যাতায়াতের কোন সু-ব্যবস্থা না থাকায় এই দুর্গম এলাকায় মানুষের চলাফেরা, জীবন যাত্রা অনেক কঠিন ও দুরূহ ছিল। ফলে গর্ভবতী মহিলা, স্কুলগামী ছাত্রছাত্রী, বয়স্ক নারী, পুরুষ, অসুস্থ রোগী ও সাধারণ মানুষদের গন্তব্যে পৌঁছানো অনেক দুঃসাধ্য ও কষ্টকর ছিল। এমনকি হাসপাতালে যেতে বিলম্ব হওয়ায় অনেক গর্ভবতী মায়ের ও অসুস্থ রোগীদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। পাহাড়ে উঠানামা করতে গিয়ে অনেক মানুষ পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হত। একটা সিঁড়ি তাদের জীবন যাত্রায় আমুল পরিবর্তন এনেছে। বর্তমানে তারা যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা পাওয়াতে জীবন যাত্রার প্রভুত উন্নতি সাধন হয়েছে।

পাহাড়ের ঢালে সিঁড়ি নির্মাণ পরবর্তী সুবিধা সম্পর্কে ব্রিটিশ হাই-কমিশনারকে ব্যাখ্যা করছেন কমিউনিটির একজন সদস্য

## আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ব্যবসা

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প, চসিক টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে দারিদ্র্যতা বিমোচন ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ২০১৮-২০২১ সময়কালে নগরীর মোট ৮৩৯১ জন প্রান্তিক নারীদের মোট ৭৫.৪ মিলিয়ন টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করেন। এছাড়াও ২২০ জন উপকারভোগীদের মধ্যে দলীয় ব্যবসা পরিচালনার জন্য ১.২ মিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয়। অনুদানের পাশাপাশি প্রান্তিক নারীরা স্বল্প পুঁজির মাধ্যমে উপার্জনক্ষম বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ সকল উদ্যোক্তাদের অধিকাংশই ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সরেজমিনে পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায় যে, অনুদানের পাশাপাশি নিজস্ব পুঁজির সংমিশ্রণে যেসকল উপকারভোগীগণ তাদের কার্যক্রম চলমান রেখেছেন, তাদের মাসিক আয় গড়ে ৭০০০-১২০০০ টাকায় উন্নীত হয়েছে। চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে প্রকল্পের আওতাভুক্ত উপকারভোগীদের সফলতার হার ৮৬.৫৩ শতাংশ, যা এনইউপিআরপির পোস্ট ভেরিফিকেশন-২০১৯ প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। চট্টগ্রামের উন্নয়ন ধারাবাহিকতা রক্ষায় শহরে বসবাসরত প্রায় ১ লক্ষ ৫ হাজার দরিদ্র পরিবারের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির নিমিত্তে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি বহুমুখী কর্মকান্ডে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করছে। যার ফলে, নগর দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় আয়, সম্পদ, জ্ঞান এবং দক্ষতার উন্নয়ন ঘটবে।

ব্যবসা সহায়তা পেয়ে সফল উদ্যোক্তা
৪১নং দক্ষিণ পতেঙ্গা সিডিসি'র পারভিন বেগম

## শিল্পী, একজন সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা...

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৭ নং ওয়ার্ড-এর বাসিন্দা শিল্পী বেগম (৩৫)। পরিবারের চার সদস্য নিয়ে শিল্পী ২০০২ সাল থেকে এই এলাকায় বসবাস করেন। তার স্বামী কম বেতনে একটি জুতা কারখানায় কাজ করতেন। স্বামীর একমাত্র রোজগারে পরিবারের সকলের মৌলিক চাহিদা মিটানো খুবই কষ্টদায়ক ছিল। এমতাবস্থায়, বার্মা কলোনি পূর্ব সিডিসির মাধ্যমে ২০১৮ সালে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের জন্য উপকারভোগী হিসেবে শিল্পীর নাম চূড়ান্ত হয়। অনুদান হিসেবে শিল্পী বেগম ৭০০০ টাকা পেয়েছিলেন। তার স্বামী ইয়াদ আলম জুতার কারখানায় কাজ করার সময় চামড়ার তৈরীর ব্যাগ বিভিন্ন দোকানে নিয়ে বিক্রি করতো। প্রকল্পের ৭০০০ টাকা অনুদানের সাথে শিল্পী নিজের আরও কিছু সঞ্চিত অর্থ যোগ করে তার স্বামীসহ ব্যাগ তৈরীর ব্যবসা শুরু করেন। প্রথম দিকে, একটু কম লাভ হতো। বর্তমানে তার তৈরী ব্যাগের গুণগতমান ও বাজারে চাহিদা থাকায় শিল্পী মাসে সব খরচ বাদ দিয়ে ১৫০০০ টাকা আয় করেন। ব্যাগের সরবরাহের পরিমাণ বাড়তে থাকলে তার স্বামীর পাশাপাশি আরও দুইজন কর্মচারী ব্যাগ তৈরীর কাজে নিযুক্ত করেন যারা তার থেকেই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। শিল্পী বেগম তার হাতের তৈরী ব্যাগ ব্যবসাকে আরও বড় আকারে প্রসার ঘটানোর জন্য বড় দোকান বা শো-রুম ভাড়া নেওয়ার চিন্তা করছেন। তিনি এখন তার তিন ছেলে-মেয়েকে ব্যবসার আয় দিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছেন। তার ইচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে ছেলেমেয়েরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবেন।

প্রকল্পের ব্যবসা অনুদান পেয়ে শিল্পী বেগম আজ সফল উদ্যোক্তা

"এলআইইউপিসি প্রকল্প আমাকে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরী করেছে। আমিও তার মতো যারা হতে চায়, তাদেরকে কাজ শিখিয়ে স্বাবলম্বী করতে চাই। প্রকল্পে প্রতি এটিই হবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায়"।

## দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও অনুদান

২০১৮ থেকে ২০২১ সময়কাল পর্যন্ত ১৯টি ট্রেডে অনুদান হিসেবে ২৮.৫ মিলিয়ন টাকা মোট ২৩১০ জন শিক্ষানবীশকে প্রদান করা হয়েছে। এসকল প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে বিদ্যমান শ্রমিকের ঘাটতি পূরণ, নারী-পুরুষের দক্ষতা ও নারীর ক্ষমতায়ন উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। যাদের অধিকাংশই প্রশিক্ষণ অর্জন করে দক্ষতা উন্নয়ন করে চাকুরী ও নিজ উদ্যোগে কাজ করে মাসে প্রায় ৮০০০-১৫০০০ টাকা আয় করছে।

(সূত্র: এনইউপিআরপির পোস্ট ভেরিফিকেশন-২০১৯)

৩৫নং ওয়ার্ডের বক্সিরহাট সিডিসি'র হাসিনা বেগম দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ পেয়ে আজ আত্মনির্ভরশীল

## ঝরে পড়া শিক্ষার্থী রোধ ও বাল্যবিবাহ বন্ধে শিক্ষা উপবৃত্তি

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প,চসিক চট্টগ্রাম নগরীর সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র পরিবারের ৬৮৭১ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপবৃত্তির আওতায় মোট ৩৬.৮ মিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয়েছে।

এ অনুদান প্রদানের ফলে চট্টগ্রাম নগরীর ৯৩.৭৩ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়া ও বাল্যবিবাহ নামক ভয়ংকর ভাইরাস থেকে মুক্তি পেয়ে পুনরায় স্কুলগামী হয়েছে।

(সুত্রঃ এনইউপিআরপি পোস্ট ভেরিফিকেশন-২০১৯ প্রতিবেদন)।

১৭নং ওয়ার্ডের উত্তর শান্তিনগর সিডিসি'র মোসাম্মৎ সায়মা আক্তার স্বপ্ন দেখে শিক্ষাই হবে তার জীবন পরিবর্তনের হাতিয়ার

## আর্থ-সামাজিক ও পুষ্টি সহায়তা উপকারভোগী

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২০৬৪৬<br>মোট উপকারভোগী | ৮৩৯১<br>ব্যবসা উপকারভোগী | ৬৮৭১<br>শিক্ষা উপকারভোগী | ২৩৭৪<br>গর্ভবতী ও দুদ্ধদানকারী মা |
| ৩০৩৪<br>পুরুষ উপকারভোগী | ১৭৬১২<br>নারী উপকারভোগী | ২৩১০<br>শিক্ষানবিশি উপকারভোগী | ৭০০<br>কিশোরী |

## সহিংসতা প্রতিরোধে নিরাপদ কমিউনিটি কমিটির কার্যক্রম

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নগর পর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প, চসিকের আওতাধীন ১৮টি নিরাপদ কমিউনিটি কমিটি (এসসিসি) রয়েছে।

এসকল নিরাপদ কমিউনিটি কমিটি নগর পর্যায়ে বিভিন্ন কমিউনিটি থেকে ৫৩টি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, পারিবারিক নারী নির্যাতন রোধ ২০৮টি, যৌন হয়রানি বন্ধ ১৭টি, ধর্ষণ ৫টি ও অন্যান্য ৪টি কেস নিজেদের উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মীমাংসা করেছেন।

যে সকল নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন তাদেরকে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও আইনী সহায়তা প্রতিষ্ঠানে রেফার করেছেন। সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচার পাওয়ার তাগিদে স্থানীয় পর্যায়ে কাউন্সিলর ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে করেছেন মানববন্ধন ও সালিশ।

## পুষ্টি খাদ্য সহায়তা প্রদানে এলআইইউপিসিপি

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প, চসিক অপুষ্টি দূরীকরণের জন্য নগরীর ১৮টি ওয়ার্ডে বসবাসরত দরিদ্র বসতিতে বিদ্যমান গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী এবং তাদের ২ বছরের নীচের শিশুদের পুষ্টি চাহিদা পূরণে ২৩৭৪ জনকে পুষ্টি খাদ্য সহায়তার আওতায় নিয়ে এসেছে।

এ সুবিধার অর্ন্তগত উপকারভোগীগণ জনপ্রতি ১ কেজি ডাল, ১ লিটার ভোজ্য তেল ও ৩০টি ডিম মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে পেয়ে থাকে। উল্লেখিত সহায়তা উপকারভোগীগণকে তাদের ১০০০ দিন পর্যন্ত দেওয়া হবে যা ২০২২ সাল নাগাদ চলবে। গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের এসকল সুবিধা নগর পর্যায়ে আরও প্রসারের লক্ষ্যে ২০২১ সালে আরও ৭০০ জনকে ফুড বাস্কেটের সুবিধায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়। যা বর্তমানে ৩০৭৪ জনে উন্নীত হয়েছে। সুস্থ-সবল জাতি গঠনে গর্ভকালীন সময়ে নারী এবং দুগ্ধদানকারী মায়ের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবায় পরামর্শ প্রদানে ৪২৫১৪টি কাউন্সিলিং, ১৯০২৮টি দলীয় সেশন ও ১৮৬১টি সচেতনতা ক্যাম্পেইন ইতিপূর্বে পরিচালনা করা হয়, যা একটি চলমান প্রক্রিয়া।

পুষ্টি কাউন্সিলিংয়ের সময় মুয়াক টেস্টের মাধ্যমে শিশুর শারিরীক বর্ধন পরিমাপ করা হচ্ছে

## নারী-বান্ধব ব্যবসা কেন্দ্র

খাদ্য সহায়তা প্রাপ্ত উপকারভোগীগণ যাতে একটি নির্দিষ্ট স্থানে এসে পুষ্টি খাদ্য সহায়তা (ফুড বাস্কেট) নিতে পারে সেজন্য নগরীর ১৮টি এলাকায় মোট ২২টি পুষ্টি ও নারী বান্ধব ব্যবসা কেন্দ্র চালু করেছে।

এ সকল ব্যবসা কেন্দ্র মাসের নির্দিষ্ট একটি দিনে জনপ্রতি ১ কেজি ডাল, ১ লিটার তৈল ও ৩০টি ডিম উপকারভোগীদের ফুড কূপন প্রদর্শন ও ফুড স্লিপ জমা দেওয়া সাপেক্ষে প্রদান করে থাকেন। তাছাড়া, কমিউনিটি পর্যায়ে গর্ভবতী ও দুগ্ধদান-কারী মা'দের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও ব্যবসা কেন্দ্রের আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথ প্রক্রিয়ায় করার জন্য প্রকল্প থেকে ২২ জন পুষ্টি ও নারী বান্ধব ব্যবসা উদ্যোক্তাকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যাদের অধিকাংশই নারী।

পুষ্টি ও নারী বান্ধব ব্যবসা কেন্দ্রে গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা ও বাচ্চাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা যেমন ঃ

- সঠিক ওজন পরিমাপ,
- ডায়াবেটিকস ও
- রক্তচাপ নির্ণয় বিনামূল্যে করা হয়।

এছাড়া জিংক ট্যাবলেট, আয়রন ফলিক এসিড, ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট ও মেয়েদের স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ন্যাপকিন ইত্যাদি স্বল্পমূল্যে বিক্রি করা হয়।

## কিশোরী যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা

কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রকল্প চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২০ ওয়ার্ডে ১৮টি সিডিসির মাধ্যমে প্রাথমিক দলের অন্তভূর্ক্ত পরিবারের ১০-১৪ বছর বয়সী ৭০০ কিশোরীদের স্থানীয় পর্যায়ে ১৮জন পুষ্টি প্রতিনিধির মাধ্যমে নিয়মিত যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি শিক্ষা, প্রজনন স্বাস্থ্য উপকরণ (ডিগনিটি কিট), আয়রণ ফলিক এসিড ট্যাবলেট, ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট, জিংক সমৃদ্ধ চাল ইত্যাদি প্রদান করা হয়। এই সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কিশোরীদের ও তাদের অভিভাবকের মধ্যে যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্য সম্মত উপকরণ ব্যবহার এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের উপর আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া কমিউনিটিতে এই স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে মাদার কর্ণার স্থাপন করা হয়, যেখানে বয়:সন্ধিকালীন সময়ে কিশোরীরা পুষ্টি কর্মীর মাধ্যমে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে থাকে।

# আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পের কার্যক্রম

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১নং ওয়ার্ডের নারীদের আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে

৩৫নং ওয়ার্ডের চাক্তাই সীবিচ সিডিসির আয়েশা খাতুন ব্যবসা অনুদান পেয়ে আজ সাবলম্বী

পুষ্টি এজেন্ট তার আওতাভুক্ত কাট্টলী সিডিসি এলাকার একজন কিশোরীকে প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান করছে

পুষ্টি কর্মী ২৬ নং ওয়ার্ডের বড়বাড়ী সিডিসি'র একজন দুগ্ধদানকারী মা'কে পুষ্টি বিষয়ক কাউন্সিলিং প্রদান করছেন

৩১ নং ওয়ার্ডেও মাদারবাড়ী সিডিসি'র একজন গর্ভবতী মা পুষ্টি ও নারী বান্ধব ব্যবসা কেন্দ্র থেকে পুষ্টি বিষয়ক সেবা গ্রহন করছেন

UCEP প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

## করোনা মহামারী মোকাবেলায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, কমিউনিটি উন্নয়ন ফোরাম প্রকল্পের সমন্বিত উদ্যোগ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ কমিটিকে শক্তিশালী করে এবং এলআইইউপিসি-ইউএনডিপি সহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কোভিড-১৯ মহামারী ব্যবস্থাপনায় টাস্কফোর্স কমিটি প্রতিষ্ঠা করে। টাস্কফোর্স কমিটি দৈনিক ভিত্তিতে মিলিত হয় এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সরকারের নির্দেশিকা পূরণের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়। খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ এলআইইউপিসি প্রকল্পের আওতাভুক্ত লোকদের জন্য সহায়তা দিয়েছে।

* ৪ লক্ষ ২৩ হাজার ১৫৫টি অ্যান্টিসেপটিক সাবান ৫টি করে ৮৪ হাজার ৬৩১ পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়
* ৩ কোটি ২ লাখ ২২ হাজার টাকা খাবারের জন্য নগদ সহায়তা ২০ হাজার ১৪৮ পরিবারে প্রদান করা হয়
* ২৩৭৪ জন দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়
* দরিদ্র বসতি এলাকায় ৩৮৪টি হাত ধোয়ার স্থাপনা বসানো হয় যেখানে ৬৬ হাজার সাবান প্রদান করা হয়
* এছাড়া কোভিড-১৯ মহামারী সম্পর্কে কমিউনিটি পর্যায়ে গণ সচেতনতার জন্য ১০০০০ লিফলেট, ১০০০০ পোস্টার, ১০০০০ স্টিকার, ২৫০০ ফেস্টুন বিতরণ করা হয়
* সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রায় ৭.৫ মিলিয়ন মানষের জন্য স্থানীয় ক্যাবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সচেতনতা কার্যক্রম করা হয়

কোভিড-১৯ মহামারী লকডাউন পরিস্থিতিতে সিডিসি ক্লাস্টার গুলো নিজ নিজ ওয়ার্ডে অসহায় এবং নিঃস্ব পিজি সদস্যদের সহায়তা দেয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হয়ে স্থানীয় অভিজাত ব্যক্তিদের কাছ থেকে আর্থিক এবং জরুরী সহায়তা সামগ্রী সংগ্রহ করে ৩৯৪০ টি খাবার, ২৯৮০ পরিবারকে প্রতি প্যাকেটে ০.৫ লিটার ভেজিটেবল অয়েল, ১ কেজি লবণ, ১ কেজি পেঁয়াজ, ২ কেজি আলু, ৩ কেজি চাল এবং ৫০০ গ্রাম ডাল দেয়া হয়েছে, ২২০০ পরিবারে নগদ টাকা ও মাস্ক বিতরন করেন। কমিউনিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল উদ্যোগ এখন নগরীর ২৪ টি ওয়ার্ডে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

## কোভিড-১৯ সময়কালে নগদ অর্থ সহায়তা

করোনার প্রকোপ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে, মানুষের জানমাল রক্ষার্থে বাংলাদেশ সরকার কঠোর লকডাউন ঘোষণা করে। লকডাউন পরিস্থিতিতে খেটে খাওয়া এসকল মানুষের অবস্থা যখন চরম বিপর্যয়ে, তখন তাদের রক্ষার্থে জরুরি খাদ্য সহায়তা ও সুরক্ষা সামগ্রী নিয়ে এগিয়ে আসে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন টিম। নগরীতে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় হতদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত ২০১৪৮ জনকে এককালীন খাদ্য সহায়তা হিসেবে জনপ্রতি ১৫০০ টাকা হারে মোট ৩২ মিলিয়ন টাকা দেওয়া হয়।

কোভিড মহামারীতে নগদ অর্থ সহায়তায় শরীফা বেগমের জীবনে কিছুটা স্বস্তি আনে

এ খাদ্য সহায়তার টাকা দিয়ে কমিউনিটি পর্যায়ে মানুষ চাল, ডাল, আলু, তৈল কিনে কিছুদিনের জন্য খাদ্য সংকট মোকাবিলা করে। তাছাড়া, করোনার ভয়াবহতা থেকে মানুষ কে রক্ষার জন্য সচেতনতার অংশ হিসেবে হাত ধোয়ার জন্য প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ সাবান বিতরণ করেন। এ সহায়তার ফলে কমিউনিটি পর্যায়ে করোনা সংক্রমণ ও খাদ্য সংকটের যে আশংকা ছিল তা ততটা প্রকট হয়ে উঠেনি।

# এলআইইউপিসি প্রকল্প

## চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অগ্রনী ভূমিকায় লক্ষ নগর দরিদ্রদের নতুনভাবে জীবন শুরুর আশা জাগিয়েছে

চট্টগ্রাম বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নগর কেন্দ্র এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বড় ও গতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রায় ১৬০ বর্গ কি.মি.আয়তনের নগরে ২১০০ টি ছোট বড় দরিদ্র বসতিতে প্রায় ১৫ লক্ষ দরিদ্র মানুষের বসবাস। এই বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠী যদিও নাগরিক জীবন ও অর্থনীতির গতি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে কিন্তু তাদের মানসম্মত জীবনযাপনের জন্য মৌলিক সুবিধাগুলো অনেক সময় অবহেলিতই থাকছে। এ প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নানামূখী কার্যক্রম গ্রহণ করে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সিটি কর্তৃপক্ষ দরিদ্র বসতির মানুষদের জন্য একটি অগ্রণী অবস্থান পালন করছে। কোভিড-১৯ মহামারীর লকডাউনে দরিদ্র মানুষদের ফুড বাস্কেট, সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম এবং হাত ধোয়ার পয়েন্ট, সচেতনতা কর্মসূচি, আইসোলেশন কেন্দ্র ইত্যাদির ব্যবস্থায় ও বিতরনে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। কোভিড-১৯ মহামারীর ও লকডাউনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এই কার্যক্রমগুলো সংগঠিত পদ্ধতিতে এবং দাতা সংস্থার সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতার ভিত্তিতে করা হচ্ছে।

জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজে সিটি কর্পোরেশনের ১০% যার পরিমাণ ৭.৫ লক্ষ টাকা

দরিদ্র মানুষদের বসতি স্থাপনের জন্য জমি বরাদ্দের পরিকল্পনা গ্রহণ সিডিসি টাউন ফেডারেশনকে জমি প্রদান

## সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে প্রকল্প পরীক্ষামূলকভাবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডে সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কমিউনিটির উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে।

- ৯ নং ওয়ার্ডের পাহাড়ের সিড়ি ও ফুটপাতের সাথে সিটি কর্পোরেশনের অর্থায়নে প্রায় ২ কি:মি: রাস্তাসহ ড্রেন নির্মাণ
- ৩৫, ৪০ ও ৪১ নং ওয়ার্ডে সিটি কর্পোরেশনের এলআইইউপিসি প্রকল্পের সাথে প্রায় ৬ কি:মি: রাস্তা
- ১, ৫ ও ৭ নং ওয়ার্ডে এলআইইউপিসি প্রকল্পের ফুটপাতের সাথে সিটি কর্পোরেশনের প্রায় ৬ কি:মি: রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ
- ১৮ নং ওয়ার্ডে এলআইইউপিসি প্রকল্পের ফুটপাতের সাথে সিটি কর্পোরেশনের প্রায় ৬ কিলোমিটার রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সিডিসি টাউন ফেডারেশন সরাসরি শহরের ৫৫০,০০০ শহুরে দরিদ্রদের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সিডিসি টাউন ফেডারেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এর নিজস্ব অফিস নেই। সম্প্রতি, শহর কর্তৃপক্ষ সিডিসি টাউন ফেডারেশনের জন্য জলবায়ু প্রতিরোধী কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার (সিআরসি) নির্মাণের জন্য সিডিসি টাউন ফেডারেশনের জন্য ১৬০০ বর্গফুটের বেশি জমি বরাদ্দ করেছে। সিআরসি সিডিসি টাউন ফেডারেশনের অফিস, সভা, সেমিনার এবং প্রশিক্ষণের স্থান হিসাবে এই রিসোর্স সেন্টার হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

## নগর দরিদ্র মানুষদের প্রতি দায়বদ্ধতা

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন রাজস্ব বাজেট থেকে গত অর্থ বছরে (২০১৯-২০) দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমের জন্য মোট ৮০৪.৫০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করেছিল। ২০২০-২১ অর্থবছর কর্তৃপক্ষ রাজস্ব বাজেট থেকে ৯১০.২৫ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করেছে, যা আগের বছরের তুলনায় ১৩% বেশি। এই ধারা প্রমান করে যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য আন্তরিক ও অগ্রনী ভূমিকা পালন করছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক রাজস্ব খাত হতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ

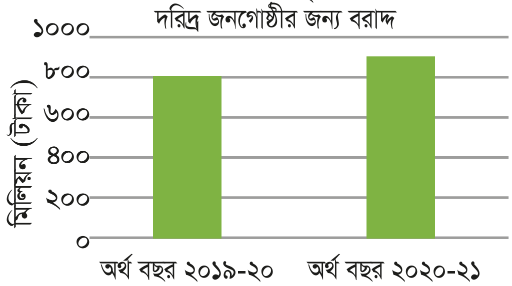


সূত্র: চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বাজেট প্রতিবেদন ২০২০-২১

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের চলমান এলআইইউপিসি প্রকল্পের অবদান নিয়ে মাননীয় মেয়র, ব্রিটিশ হাই কমিশনার এবং জাতীয় প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের মন্তব্য জানতে ভিজিট করুন/স্ক্যান করুন https://www.youtube.com/watch?v=RBoIlXpileA&t=19s

# আলোকচিত্রে মাননীয় মেয়র, প্রধান নির্বাহী ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন

ব্রিটিশ হাই-কমিশনার চট্টগ্রামে এলআইইউপিসি প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে মাননীয় মেয়র এবং জাতীয় প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের সাথে সাক্ষাত করেন

প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রমে উদ্বোধন শেষে মাননীয় মেয়র, ব্রিটিশ হাই-কমিশনার, ইউএনডিপি আবাসিক প্রতিনিধি এবং জাতীয় প্রকল্প পরিচালক মহোদয়

উপকারভোগীদের মধ্যে শিক্ষানবিশ অনুদানের চেক হস্তান্তর করছেন মাননীয় মেয়র মহোদয়

প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত আর্ন্তজাতিক নারী দিবসে বক্তব্য রাখছেন মোহাম্মদ শহীদুল আলম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

নির্মিত ফুটপাত ধরে কমিউনিটি ঘুরে দেখেন এফসিডিও প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ

# এলআইইউপিসি প্রকল্প
## অবদান, প্রতিবন্ধকতা ও শিখনসমূহ

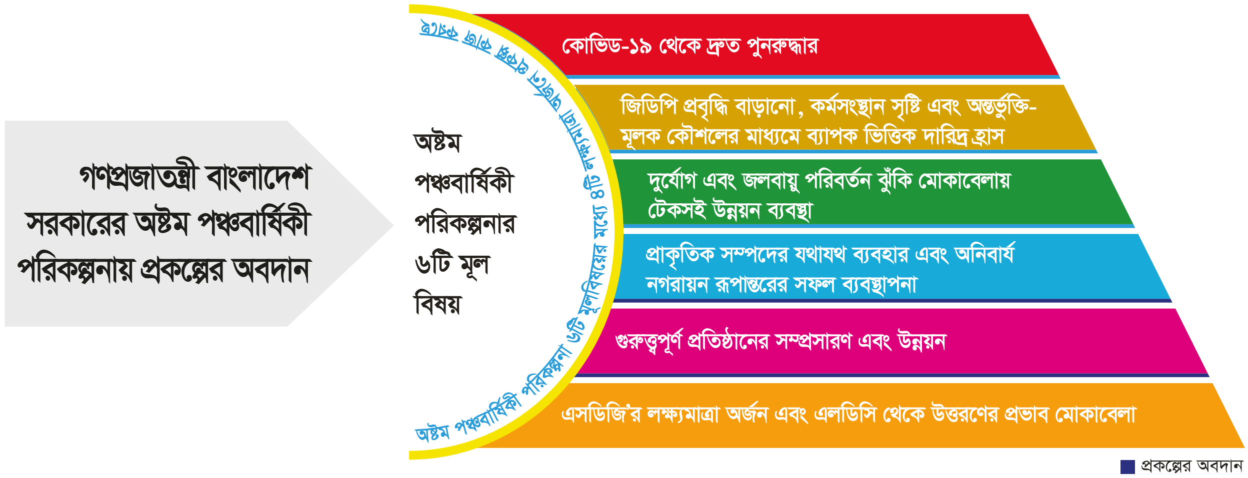


## প্রতিবন্ধকতা

১. বস্তি উন্নয়ন বিভাগের জনবলের অপ্রতুলতা ও কমিউনিটি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত সক্ষমতা না থাকা।
২. সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক দরিদ্র মানুষদের উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো স্থায়ীভাবে চালু করার জন্য মাঠ পর্যায়ের জনবল অধিগ্রহণের আর্থিক সক্ষমতা ও কারিগরি সহযোগিতার অভাব।
৩. প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের ঘন ঘন চাকুরি থেকে অব্যহতি দেয়া ও তাদের শূন্যপদ পূরণ করা।
৪. সিওদের দ্বৈত ব্যবস্থাপনা, ভলান্টিয়ারিজম ও তাদের কাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি মাঠ পর্যায়ে কাজ করাতে অসুবিধা হয়।
৫. জলবায়ু প্রভাবের কারনে স্থানান্তরিত মানুষদের ভূমির ভোগ দখল স্বত্ত্ব না থাকায় তাদের পুর্নবাসন করা।
৬. সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং করার পর্যাপ্ত লোকবল না থাকা এবং পর্যাপ্ত  কারিগরি জ্ঞান না থাকা।
৭. অনাকাঙ্খিত প্রভাব অনেক সময় কাজের স্বাভাবিক গতি ব্যহত করে।

## প্রকল্পের শিখনসমূহ

১. নগরের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সংগঠিত করতে পারলে তারাই নিজেদের উন্নয়ন কাজ চালিয়ে যেতে পারে।
২. নেতৃত্বের বিকাশ নারীদের ক্ষমতায়নে সাহায্য করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনে সক্ষমতা অর্জন করে।
৩. দুর্যোগকালীন আর্থিক সহায়তা কন্যা শিশুদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে সাহায্য করে।
৪. কমিউনিটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষদেরকে দ্রুত সহায়তা করতে কাজ করে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করে।
৫. মাল্টিডাইমেনশনাল পোভার্টি ইনডেক্স (এমপিআই) অনলাইন প্লাটফরম এর মাধ্যমে প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন কমিউনিটির স্বজনপ্রীতি ও অনাকাঙ্খিত প্রভাবমুক্ত রাখতে সহায়তা করে।
৬. কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ সক্ষমতা কার্যক্রমকে স্থায়ীত্বশীল করতে সহায়তা করে।
৭. কমিউনিটির মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করলে কাজের মান ও আর্থিক সাশ্রয় হয় এবং জনগণের অংশীদারিত্ব তৈরী হয়।
৮. দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের দরকষাকষি করার সক্ষমতা বাড়ায়।

প্রকাশকাল: মার্চ ২০২২

যোগাযোগ:
প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ট্রান্সপোর্ট এন্ড পুল অফিস (২য় তলা)
ওয়াসা মোড়, চট্টগ্রাম।
ই-মেইল: cccmayor@gmail.com
ওয়েব: www.ccc.org.bd
www.urbanpovertybd.org